

শান্তি মন্ত্রঃ

শান্তি মন্ত্র

শান্তি শব্দরে আসল অর্থ - বহ্নিরহতি উদ্বগে শূন্য আনন্দময়. জীবন। বহ্নি তনি প্রকার- আধ্যাত্মিকি বহ্নি শারীরিকি ব্যাধি, মানসিকি অস্থিরতা, অগুগহানি ইত্যাদি আধিত্তিকি বহ্নি সাপে কামডানো, বাঘে ধরা ইত্যাদি অধিদিবৈকি বহ্নি প্লাবন, মহামারী, খরা ইত্যাদি এই তনিরকম বহ্নি নাশ করতে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয়. এবং শেষে তনিবার 'ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ' বলা হয়।

ওঁ সহনাববতু , সহনটৌ ভুনক্তু , সহ বীর্যং করবাবহটৌ।

তজেস্বীনাবধীতমস্তু , মা বদ্বিষ্যিবহটৌ ।।

ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ,

(পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন এবং উভয়কে তুল্যভাবে বদ্বিষ্যফল দান করুন ;আমরা যেনে সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি ;আমাদের উভয়েরই লব্ধ বদ্বিষ্য সফল হোক ;আমরা যেনে পরস্পরকে বদ্বিষ্যে না করিওঁ আধ্যাত্মিকি, আধিদিবৈকি ও আধিত্তিকি - এই ত্রিবিধি বহ্নিরে বিনাশ হোক।

.....
.....

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমদিং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতৌ।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়. পূর্ণমবোবশিষ্যতৌ।

ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ,

পরব্রহ্ম পূর্ণ, নামরূপ ব্রহ্মও পূর্ণ ;পূর্ণ থেকে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের পূর্ণত্ব বদ্বিষ্য সহায়. গ্রহণ করলে পূর্ণই (পরব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ আধ্যাত্মিকি, আধিদিবৈকি ও আধিত্তিকি - এই ত্রিবিধি বহ্নিরে বিনাশ হোক।

.....
.....

ওঁ তচ্ছং যোরাব্গীমহৌ। গাতুং যজ্ঞায।

গাতুং যজ্ঞপতযৌ। দৈবীঃ স্বস্তরিস্তু নঃ।

স্বস্তরিমানুষভেষঃ। উদ্বং জগিতু ভষেজম।

শং নো অস্তু দ্বপিদৌ। শং চতুষ্পদৌ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ,

মণ্ডগল্যম সেই ব্রহ্মকে আমরা বরণ করি। তাঁকে যজ্ঞে স্তুতি করার জন্য যজ্ঞপতি বহ্নিগুকে আমরা বরণ করি। আমাদের আধিদিবৈকি বিষয়ে শান্তি হোক। মানুষের সঙ্গে সকল সম্পর্ক শুভ হোক। উর্ধ্বলোক সম্বন্ধে হিতিকর গান হোক। মানুষ, পক্ষী ও গবাদি পশু সকলের মণ্ডগল হোক। ওঁ আধ্যাত্মিকি, আধিদিবৈকি ও আধিত্তিকি - এই ত্রিবিধি বহ্নিরে বিনাশ হোক।

.....
.....

ওঁ অসতো মা সদ্গময।

তমসো মা জ্যোতর্গময।

মৃত্যোর্মামৃতং গময।

আবরিবীর্ম এধি।

রুদ্র যত্নে দক্ষিণং মুখং,

তনে মাং পাহ্নিত্য়ম্।

অর্থাৎ,

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে/আলোতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

ওঁ সর্বসোম স্বস্তি ভবতু ।

সর্বসোম শান্তিঃ ভবতু ।

সর্বসোম পূর্ণম ভবতু ।

সর্বসোম মঙ্গলম ভবতু ।

সর্বং ভবন্তু সুখীনাঃ ।

সর্বং সান্তু নরিমাযঃ ।

সর্বং ভদ্রানি পশ্যন্তু ।

মা কসচদি দুঃখ- ভাগবতে ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

অর্থঃ সর্বত্র স্বস্তি, শান্তি, সম্পদে পূর্ণতা আসুক। সকলের মঙ্গল হোক, রোগের নরিময় হোক, সব জায়গায় প্রশান্তি বিরাজ করুক এবং সকলের সকল দুঃখ দূর হোক। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি তনিবার শান্তি পাঠেরে প্রয়োজন কেন?

এর সঠিক অর্থ হচ্ছে "হে ঈশ্বর, আত্মজ্ঞান লাভেরে সকল বাধাবিঘ্ন দূর করুন"।

তনি প্রকার বাধা দূর করার জন্য তনিবার শান্তি: বলা হয়। তনিটি বাঁধা হল-

১. আধ্যাত্মিকি- আত্মায় ও শরীরে অবদ্বিষা, রাগ, দ্বেষ, মূর্খতা এবং জ্বর পীড়াদি হয়।

২. আধিতৈতিকি- যাহা শত্রু, ব্যাঘ্র এবং সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩. আধিদৈবিকি- যাহা অতিবৃষ্টি, অতিশীলা, অতিউষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের অশান্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

হে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) আপনি আমাদেবকে এই ববিধি ক্লেশে হতে দূরে রাখিয়া সর্বদা কল্যাণ কর্মে প্রবৃত্ত করুন। কেননা, আপনিই কল্যাণস্বরূপ সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধার্মিক ও মুমুক্ষদের কল্যাণদাতা।

অতএব তা আপনি স্বয়ং নিজ কৃপায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যেন সকল

জীব ধৰ্মাচরণ করে, অধৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ও দুঃখ হতে দূরে থাকে।

আমি রোজই এটা পাঠ করি আর সত্যই মনে অনেক শান্তি পাই।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

